সাহিত্যকে বাঁচাতে হলে চাই মানসম্মত পাঠাগার

মনসুর হেলাল

যেকোনো কাজের পূর্বশর্ত হচ্ছে সৃজনশীলতা। আর সে কাজটি যদি হয় পাঠাগারের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তখন এর সঙ্গে পঠনপাঠনের দিকটিও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। সেক্ষেত্রে বলা যায়, পাঠাগারে আসে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক। যারা তাদের মনস্তত্ত্বের অন্তর্নিহিত ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে চায় অপার আনন্দে। কারণ আমরা জানি, একটা সময় ছিল, পুস্তকপাঠে আনন্দ হতো। আনন্দের রেশ সমাজে, সংস্কৃতিতে, রাজনীতিতে এমনকি জীবনেও রাখত দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব। মনের কোনায় রেখে যেত পুস্তকের অন্তর্নিহিত বার্তা। এখনকার সমাজে পাঠক আছেন, বই প্রকাশিত হয় অজস্র, বিভিন্ন পাঠাগারে গিয়ে সেই বইয়ে মনোযোগী হয় বিদগ্ধ পাঠক। কিন্তু পাঠকের কাছে কোনও তথ্য নেই, সমাজ বাস্তবতায় তার কোনও প্রভাব নেই! নেই সুনির্দিষ্ট লেখকের নাম! লেখকেরা ভাবছেন এত বড় অপাঙ্‌ক্তেয় কথার অবতারণা কেন? তার মানে লেখার কি কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই পাঠকদের কাছে? এমনটা যদি ভেবে থাকেন পড়ার শুরুতেই, তবে আপনার এ ভাবনা উদ্রেককারী বাক্যগুলোর জন্য দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া উপায় নেই।

উপরে উল্লেখিত কথাগুলো মনগড়া নয়। এগুলো পাঠকের অভিব্যক্তি বর্তমান লেখকদের প্রতি। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ কিংবা নাটক–কোনও কিছুই পাঠকের মনে ধরছে না। এটা কিসের সংকট? পাঠকের? না লেখকের লেখনির? বলা যদি হয় পাঠকের সংকট–তবে লেখক সম্প্রদায় একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করতেই পারেন। তবে ইদানিং পাঠকরাও মূল্যায়ন করা শুরু করেছেন। আজ তারা দ্বিধাহীন চিত্তে বলছেন 'মানসম্মত বইয়ের অভাব আমাদের সাহিত্যকে অন্ধকারে তলিয়ে নিচ্ছে। মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করছে দেশিয় সাহিত্য থেকে।' এতটা বিষাক্ত তীরে আক্রান্ত হয়ে হয়তো লেখক নিজেকে সৃষ্টিশীল সাহিত্য থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারেন। পাঠকের অভিযোগ হয়তো কষ্টও আনতে পারে লেখকের মনে। এমনটা হওয়া স্বাভাবিক। তবে মানসম্মত বই যে বাংলাদেশে হচ্ছে না, তা কিন্তু একদম ঠিক নয়।

সম্প্রতি 'জয়তী' নামের একটি পাক্ষিক পত্রিকার পক্ষ থেকে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাইয়ে 'বাংলাদেশের সাহিত্য বিষয়ে পাঠকের মতামত' শীর্ষক একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। ব্যাপক অর্থে জরিপকাজে কথাসাহিত্যিক আহমদ বশীর, কবি মনসুর হেলাল ও 'জয়তী' সম্পাদক মাজেদুল হাসান গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, খুলনার ৬০০ জন শিক্ষক-শিক্ষার্থী-প্রকৌশলী-উকিল-সাংবাদিক-এনজিও কর্মীরা অংশ নেন। জরিপের উদ্দেশ্য ছিল, বর্তমান বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণ কী ধরনের বই পড়েন, বইগুলো পড়ার জন্য কীভাবে নির্বাচিত করেন, বইগুলোর কথা কেন মনে রাখেন এ সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা লাভ করা। এ-ছাড়াও বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্য এবং

ভারতীয় বাংলা সাহিত্য এ-দুটোর মধ্যে কোনটা বেশি পাঠ করা হয়, তা নিরূপণ করা ছিল জরিপের লক্ষ্য। জরিপে ১১টি প্রশ্ন রাখা হয়েছিল পাঠকের সামনে। প্রশ্নগুলোর উত্তর যা এসেছে তাতে আতঙ্কিত হওয়ার জোগাড়। পাঠক শুধুমাত্র সাহিত্য-বিমুখই নয়, বইপড়া থেকেই অবস্থান করছেন অনেক দূরে। এমন বাস্তবতায় একথা বলা অসঙ্গত হবে না, পাঠককে পাঠাগার অথবা লাইব্রেরিমুখী করা এখন জাতীয় দায়িত্ব বলেই আমি মনে করি। সারা দেশে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে অসংখ্য পাঠাগার রয়েছে। এগুলোর পাঠকসংখ্যাও কম নয়, কিন্তু অভাব শুধু ওই একটি জায়গাতেই তা হলো সৃজনশীলতা।

এবার পূর্বে উল্লেখিত জরিপের প্রসঙ্গে আসি, প্রায় ৬০০ জন উত্তরদাতার সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে পরিচালিত এ জরিপে দেখা গেছে ৮৪% উত্তরদাতা বই পড়েন। ১৬% উত্তরদাতা একেকারেই বই পড়েন না। এর মধ্যে উপন্যাস পড়েন ৬৪%, গল্পের বই পড়েন ৪৪%, রহস্য উপন্যাস পড়তে ভালোবাসেন ৩১%, কবিতার বই পড়েন ২৯%, প্রবন্ধ পড়েন ২১%, রম্যরচনা পড়েন ২১%, ভ্রমণকাহিনি পড়েন ১৮%, নাটক পড়েন ১৭%, শিশুসাহিত্য পড়েন ১২% এবং অন্যান্য বই পড়েন ৪% পাঠক।

পাঠক কোন বিষয়ের বই পড়তে ভালোবাসেন তা নিয়ে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল জরিপে। ১৫টি ক্যাটাগরিতে পাঠকের মতামত চাওয়া হয়। জরিপে দেখা গেছে, সামাজিক জীবনের বর্ণনামূলক বই পড়েন ৪৫%, যেসব বইয়ের মূলবস্তু থাকে প্রেম এমন বই পড়েন ৩৮%, বৈজ্ঞানিক বই পড়েন ৩০%, ইতিহাসাশ্রয়ী বই পড়েন ২৯%, রাজনৈতিক বই পড়েন ২৯%, দর্শনের বই পড়েন ২৩%, অনুবাদ বই পড়েন ২৩%, রূপকথার বই পড়েন ২৩%, ব্যঙ্গ-কৌতুকের বই পড়েন ২৩%, ধর্ম বিষয়ক বই পড়েন ১৯%, অর্থনৈতিক বই পড়েন ১৭%, খেলাধুলার বই পড়েন ১৭%, প্রকৃতি ও পরিবেশ নিয়ে লেখা বই পড়েন ১৬%, গবেষণামূলক বই পড়েন ১১%, আত্মজীবনীমূলক বই পড়েন ৪% পাঠক। জরিপে দেখা গেছে, গত পাঁচ বছরে সবচেয়ে বেশি বই পড়া হয়েছে কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের বই। একাকী হুমায়ূন আহমেদ জনপ্রিয়– ২০% পাঠক এ অভিমত দিয়েছেন। শতকরা ১% উত্তরদাতা যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁরা হলেন: প্রমথ চৌধুরী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, সত্যজিৎ রায়, সৈয়দ শামসুল হক, আরজ আলী মাতুব্বর, দস্তয়ভস্কি, নিকোলাই অস্ত্রভস্কি, রকিব হাসান, আর্থার কোনান ডয়েল, ড্যান ব্রাউন, মাহফুজুর রহমান, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, রফিকুন নবী, আলী ইমাম, মুনির চৌধুরী, সফি উদ্দিন আহমদ, হরিশংকর জলদাশ, যতীন সরকার, সত্যেন সেন, সজল আহমদ, মিহির সেনগুপ্ত, তাহমিনা কোরাইশী। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো–হিটলারের *মাইন ক্যাম্প* পড়েছেন ১%, ওমাবার *মাই ফাদারস ড্রিম* পড়েছেন ১% পাঠক।

জরিপে একটি প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, পাঠক যে-বইগুলো পড়েছে তা কীভাবে তাদের হাতে এসেছে। এর কারণ হচ্ছে পাঠকের চাহিদা আছে কিন্তু যোগানের মাধ্যমটা কী তা পরীক্ষা করা। প্রশ্নের উত্তরে দেখা যাচ্ছে, পাঠকদের মধ্যে অধিকাংশই নিজের গরজে বই খুঁজে বের

করেছেন। জরিপে দেখা যায়, বই কিনে পড়েছেন ৩৫%, উপহার হিসেবে পেয়ে পড়েছেন ২৫% পাঠক, পাবলিক লাইব্রেরিতে বসে বই পড়েছেন ৫%, ধার করে পড়েছেন ২০%, অমর একুশে গ্রন্থমেলা থেকে কিনেছেন ২% পাঠক। আশ্চর্যের বিষয় হলো, দেশে আরও অসংখ্য পাঠাগার অথবা লাইব্রেরি থাকা সত্ত্বেও এগুলোর নাম তারা কেউ উল্লেখ করেন নি। এক্ষেত্রে একথা স্পষ্ট, পাঠাগার কিংবা লইব্রেরিতে যাওয়া নিয়ে কোনো বড় ধরনের গলদ রয়ে যাচ্ছে কি না?

দেশ-বিভাগের পর থেকে বাংলাদেশ এবং পশ্চিবঙ্গের ভাষা একই হলেও দুই ধারায় বয়ে যাচ্ছে সাহিত্য। এর পাঠকও আলাদা আলাদা। এ জরিপেও উঠে এসেছে সে-বিষয়টি। বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্য পড়ে জরিপে অংশ নেওয়াদের মধ্যে ৩৫%, ভারতীয় বাংলা সাহিত্য পড়েন ২২% জন। জরিপে ব্যতিক্রমী একটি পাঠক-প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। যার সুচিন্তিত উপস্থাপনা সত্যিকার অর্থে এখনও আশান্বিত করে তোলে। পাঠক প্রতিক্রিয়াটি হুবহু তুলে ধরা হলো:

"বাংলা সাহিত্য, না ভারতীয় সাহিত্য বেশি ভালো লাগে তা একবাক্যে বোঝানো সম্ভব নয়। কেননা, লক্ষ করলে দেখা যাবে–বাংলাদেশের সাহিত্যের বয়স ও ভারতীয় সাহিত্যের বয়সের ব্যাপক পার্থক্য। বস্তুত বাংলা সাহিত্য বলতে তো ভারতীয় বাংলা ও এই বাংলা একই ছিল; মাত্র ৪৬ বছর আগে বাংলাদেশের জন্ম এবং নতুন করে বাংলাদেশের সাহিত্য জগতের সৃষ্টি। বাংলা রেনেসাঁসের সময়টাতে বাংলা বলতে একটা অঞ্চলই ছিল, তাই তখন এ-সাহিত্যগুলো ছিল অধিকতর অর্থপূর্ণ–এই ৪৬ বছরের বাংলাদেশের সাহিত্যের থেকে। তাই আমার নিজের দেশ হলেও এখানে বাংলা সাহিত্যকেই অগ্রগণ্য হিসেবে দেখতে হয়। এ-ছাড়াও একটি বিষয় সততার সঙ্গে প্রকাশ করতে চাই, তা হলো বাংলাদেশের সাহিত্য আমার তুলনামূলক অনেক কম পড়া হয়েছে। কেননা সাহিত্য বলতে আমরা যে রবীন্দ্র, নজরুল, মানিক, তারাশঙ্কর বুঝি তারা তো ভারতীয় বাংলার-ই। তাই আলাদা করে বাংলাদেশের সাহিত্য না পড়ে বিচার করা অনুচিত। তবুও যে কতক বই পড়েছি, তার ভিত্তিতে বললে বলতে হয় বিশ্বসাহিত্যের সংস্পর্শ পাওয়ার পর আমাদের দেশের সাহিত্যগুলোকে খুবই সাধারণ মানের মনে হয়েছে।"

দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য পাতা পড়েন অনেক উত্তরদাতা। এর মধ্যে প্রথম আলোর সাহিত্য পাতা পড়েন জরিপে অংশ নেওয়া ১৮%, সমকালের সাহিত্য সাময়িকী পড়েন ৬%, যুগান্তরের ৩%, কালের কণ্ঠের ২%, বাংলাদেশ প্রতিদিনের সাহিত্য পাতা পড়েন ২% পাঠক। এসব সাহিত্য পাতায় ছাপানো গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি, অনুবাদ, রম্যরচনা, রহস্য উপন্যাস, নাটক, শিশু-সাহিত্যের পাঠক রয়েছে অনেক। জরিপে দেখা গেছে, এসব দৈনিকের সাহিত্য পাতায় প্রকাশিত গল্প পড়েন ১৫%, উপন্যাস পড়েন ১৫%, কবিতা পড়েন ১১%, প্রবন্ধ পড়েন ৯%, ভ্রমণকাহিনি পড়েন ৯%, শিশুসাহিত্য পড়েন ৯%, অনুবাদ পড়েন ৫%, রম্যরচনা পড়েন ৫%, রহস্য উপন্যাস পড়েন ৫% উত্তরদাতা। তাছাড়া

ঈদসংখ্যা পড়েন ২% উত্তরদাতা। এসব পাঠকের অধিকাংশই কাছাকাছি কোনো পাঠাগারে অথবা লাইব্রেরিতে বসে পত্রিকা পাঠ করেন। আবার কেউ কেউ নিজেরা কিনে পড়েন।
বই ক্রয়ের অর্থ নেই এমন আছেন ১০% পাঠক, পড়ার সময় পান না এমন আছেন ৩%, বই পড়তে ইচ্ছে হয় না এমন ২%, এবং কাছাকাছি বই ক্রয়ের সুবিধা নেই তাই বই পড়তে পারেন না ১% উত্তরদাতা। এতে পরিলক্ষিত হয় জীবনযাত্রার মান এখনও বহুলাংশে নিম্ন আমাদের সমাজে। যার কারণে মানুষ নিজেকে সমৃদ্ধ করার চিন্তা করা তো দূরের কথা, বেঁচে থাকার সংগ্রামেই তাঁরা হাঁসফাঁস করছেন প্রত্যহ। মূলত তাঁদের জন্য বই পড়ার একমাত্র স্থান হলো পাঠাগার। কিন্তু অনেক পাঠাগারেই পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নেই। আবার অনেক অঞ্চলে পাঠাগারই নেই। এ বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে। বিশেষ করে এক্ষেত্রে রয়েছে বিশাল দায়িত্ব। কারণ জনমানসকে যদি শিক্ষিত করতে হয়, তাহলে শুধু পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানই পর্যাপ্ত নয়। এর বাইরেও জ্ঞানের যে বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে তার সঙ্গেও সম্পর্ক থাকতে হবে। একথা আর নতুন করে বলার কিছু নেই। জরিপের ফলাফল আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে অনেক সত্যকে। সাহিত্যপাঠে আমাদের পাঠকের মনোযোগ কতটুকু!

অথচ যে-দেশের সাহিত্যাঙ্গনে শওকত ওসমান, আবু ইসহাক, জহির রায়হান, শহীদুল্লাহ কায়সার, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, হুমায়ুন আজাদ, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, সৈয়দ শামসুল হক, হাসান আজিজুল হক, মাহমুদুল হক, রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ প্রমুখ শক্তিমান লেখকের জন্ম। সে-দেশের পাঠকগোষ্ঠী তাদের বইয়ের স্বাদ আস্বাদন থেকে বঞ্চিত! আমাদের রস আস্বাদনের যে-মান, তাকে অতিক্রম করেই তো উল্লিখিত গুণিজন বাংলাদেশি সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল। তবে কেন তা পাঠক পড়ছেন না? এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে ফিরে যেতে হবে জরিপের ফলাফলের কাছে। তবে একটা বিষয় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, আমাদের সাহিত্যাঙ্গন দিনে দিনে পিছিয়ে যাচ্ছে কেবল রাজধানীকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চার ফলে। রাজধানীর বাইরে প্রচুর পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে না সমসাময়িক সাহিত্যকে। যার ফলে বই বিক্রির হার কমছে দিনকে দিন। কমে যাচ্ছে পাঠকশ্রেণী। ক্ষতির সম্মুখীন হতে হতে প্রকাশনা জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন সৎ প্রকাশকেরা।

আমাদের সাহিত্যকে বাঁচাতে হলে সারা দেশে বই বিপণনের পাশাপাশি গড়ে তুলতে হবে আধুনিক সুযোগসুবিধা সম্বলিত মানসম্মত গণপাঠাগার। যেখানে শ্রেণী-পেশা ভেদে সব ধরনের পাঠক বই পড়ার অবাধ সুযোগ পাবেন। তাহলেই হয়তো আমাদের সাহিত্যের বন্ধ্যাত্ব কিছুটা ঘুচবে। তৈরি হবে লেখক-পাঠকের মেলবন্ধন। যা আমাদের প্রত্যাশা।